আগুনে পুড়ে দেলওয়ার হোসেন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন

কর্ণফুলী রিপোর্ট

খন্ড-বিখন্ড এবং অবশেষে অধুনালুপ্ত হয়ে যাওয়া সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন' এর প্রাক্তন সভাপতি ও প্রবাসী বি.এন.পি সংগঠনের একজন নেতা জনাব দেলওয়ার হোসেন গত বুধবার ১০ই ফেবঃ তার কর্মস্থলে আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। গত বছর খানেক ধরে বৃহত্তর সিডনীর পশ্চিমাঞ্চলে ক্যামডেন ভ্যালীর নিকটে অষ্ট্রাল নামক আবাসিক এলাকার একটি ইসলামিক স্কুলে তিনি নৈশপ্রহরীর কাজ করতেন এবং কর্মস্থলের পাশাপাশি তিনি অত্র এলাকায় বসবাস করতেন। ঘটনার দিন সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে ছাত্র/ছাত্রীদের রাস্তাপারাপার শেষে হাতের নিরাপত্তা হোল্ডিং সাইনটি ষ্টোর রুমে রাখতে গেলে তখনি দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার শরীরের নিম্নাংশ মারাত্মকভাবে আগুনে পুড়ে যায়। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি চপার এম্বুলেন্সে উড়িয়ে সিডনীর উত্তরাঞ্চলের রয়েল নর্থ শোর হাসপাতালে আনা হয়। ঘটনার দিন থেকে আজ শুক্রবার অবধি তিনি হাসপাতালের আই.সি.ইউ তে ছিলেন। পুড়ে যাওয়া শরীরের অংশে গ্রাফটিং করার জন্যে আজ শুক্রবার তাকে ও.টি তে নেয়ার কথা। শোনা গেছে উক্ত দুর্ঘটনায় তার শরীরের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ আগুনে ঝলসে গেছে। প্রথম দিকে তার অবস্থা গুরুতর হলেও ধীরে ধীরে তিনি আশংকা কেটে উঠছেন। ঘটনাপর তাৎক্ষনিক গুঞ্জন উঠেছিল, ইসলামীক স্কুল বলে শত্রুতাবশত কেউ হয়তবা বোমা মেরে ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তবে ফায়ার সার্ভিস বলছে গ্যাস সিলিন্ডার ফুটো হয়ে গ্যাস বাহির হওয়ার কারনে আগুনের সৃষ্টি হয়েছে। আসলে পুরো ব্যাপারটা এখনো ধোঁয়া ধোঁয়া রয়ে গেছে। বিস্ফোরন ও আগুন বিষয়ে কেউই সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেনা। পুরো বিষয়টি এখন গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে। দেলওয়ারকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বড়ই ভালোবাসতো এবং তার জন্যে সার্বিক সহযোগীতা ও সহমর্মিতার কোন কার্পন্য তারা করছেন না বলে জানা গেছে। কমিউনিটির পক্ষে অনেকেই দেলওয়ারকে হাসপাতালে দেখতে যায়। কিন্তু শঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আগুনে পোড়া রোগীকে সাধারনত দর্শনার্থীদের দেখতে দেয়া হয়না বলে এঅবধি কেউ তাকে সরাসরি দেখতে পারেননি। সিডনীর বিভিন্ন বাংলাদেশী সংগঠনের নেতা, উপনেতা সহ ছোট-খাট সকল নেতারা দেলওয়ারের উপশম কামনা করে দোয়া ও আর্শিবাদ বানী দিয়েছেন।

বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন সংবর্ধনা ক্রেস্ট দিচ্ছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রিজবি আহমেদকে

কিছুদিন আগে দেলওয়ার সিডনীস্থ তার কয়েকজন সহযোগী সহ বাংলাদেশে গিয়ে কিছু বি.এন.পি নেতাদের মাঝে ক্রেষ্ট (পদক) বিতরন করে এসেছিলেন। দেশের কোন নেতা বা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সিডনীতে আসলে দেলওয়ার তখনো তাদের নানভাবে খেদমত, আপ্যায়ন ও ক্রেষ্ট দিয়ে পুরস্কৃত করতো। নিরলস পরিশ্রমী, পরোপকারী ও খাদেম হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে দেলওয়ার বিশেষভাবে পরিচিত।

কয়েকটি পত্রিকাতে সংবাদটি যেভাবে প্রচারিত হয়েছিল তা দেখতে এখানে টোকা মারুন